একগুচ্ছ কবিতা

রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মগ্নতার কবিতা

একা ঘরে, আলো নেভা জানালায়
জ্যোৎস্নার ঢেউ,
গাছে গাছে নিশাবক ডাকে,
আলো-ছায়া মেখে
আলো জ্বেলে ওড়ে জোনাকিরা।

হাওয়া আসে উতল আবেগে
উড়ে যায় মনখারাপেরা,
কানে আসে শৈশব জড়ানো সেই
নদীটির স্বপ্ন কণ্ঠস্বর,
ভেসে যায় বিবশ বয়স।

অনাবিল এই ছবি ছেড়ে যেতে
ইচ্ছে করে না।

আমার মন কেমন করে

সংক্রমণ ভীতু আমি একজন
পাঁচমাস
ঘরবন্দি আছি
কখনো রান্নাঘরে, কখনো ড্রয়িংরুমে
কখনো-বা কাচঘেরা লাইব্রেরির
একান্ত নিরালায়।

যেখানেই থাকি, বাইরে তাকালেই দেখি মেঘ
কখনো তা পাহাড়ের মতো নিশ্চল
কখনো তা পূর্ব সামুদ্রিক, অস্থির

বুকের ভেতর এক তীব্র হাতছানি
বুকের ভেতর বেহালার ছড়, উত্তাল গিটার

'আমার মন কেমন করে ...'

ত্রিতীর্থ ভ্রমণের স্মৃতি

ত্রিতীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলাম আমরা একদিন
শুরু করেছিলাম হুগলিতে ইমামবাড়া থেকে
শান্ত সমাহিত মসজিদ প্রাঙ্গণ ঘুরে উঠে গিয়েছিলাম
ঘড়িঘরের চূড়ায়। হাওয়া আসছিল গঙ্গার জলে ভিজে
সাদা ডানার কবুতর ঝাঁক উড়ছিল অকারণ পুলকে

এরপর অল্প দূরের ব্যান্ডেল চার্চ। তখন বড়োদিন
উৎসবের আলো মেখে ছেলেরা মেয়েরা উড়ে যাচ্ছে
যেন রঙিন প্রজাপতি। অনেকটা ঘুরে এখানেও
সেই চূড়ায় উঠে সেই গঙ্গার হাওয়া, সেই শ্বেত কবুতর

তারপর বাঁশবেড়িয়ায়, হংসেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে
ফুল আর ফুলের মতন সেই একই মানুষেরা ঘোরেফেরে
সেই একই গঙ্গার হাওয়া, একই পায়রারা, সাদা ডানা মেলা

তোমার মনে আছে? আমাদের মনে হয়েছিল— শুধু আমাদের
মসজিদের আজান, চার্চের প্রার্থনা, মন্দিরের
মন্ত্রোচ্চারণ, সব কিছুই আমাদের— শুধু আমাদের
সবকিছুই এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের!

কাচঘর থেকে

কাচঘরে বসে আছি অক্ষম মানব
অদৃশ্য জীবাণু যুদ্ধের বাড়ে কলরব

কাজহারা মানুষেরা ঘরে ফিরে যায়
রুটি নেই, রুজি নেই বেঁচে থাকা দায়

কদর্য লোভের দায়ে এ ব্যাধির হানা
মুখোশ আড়ালে মুখ অচেনা অচেনা

এ কেমন দিন এল এ কেমন দিন
চারপাশ অন্ধকার কিছু না রঙিন

ধড়হীন মুণ্ড আর মুণ্ডহীন ধড়
কোথায় শ্মশান আজ কোথায় কবর।

বাইশে শ্রাবণের নির্জনতায়

মন খারাপেরও অবকাশ খোঁজে মন
হাওয়া বয় না যে আগের মতন করে
ভুবনডাঙায় লালমাটি রুখুশুখু
বৃষ্টি হয়নি বাইশে শ্রাবণ ভোরে

একলা ভীষণ, ভীষণ একলা লাগে
আশ্রম পথে জনপ্রাণী নেই কোনো
ছাতিমতলায় পুরোনো পাতারা কাঁদে
উপাসনাঘরে সাড়া নেই, চুপ মনও

চুপ করে আছে গাছের প্রতিটি পাতা
রবীন্দ্রনাথ, ফিরে এসো তুমি প্রিয়
শ্রাবণধারায় অঝোর ভিজব তবে
মন ভালো করা হাওয়ায় ভরবে গৃহ।

এ মর্তজীবন

মনে হয় এ জগৎ অন্য কিছু নয়
আমাদের এ মর্তজীবন ঘেরা আছে
সুষম ও গাণিতিক রহস্য শৃঙ্খলে

সূচনায় সকলেই অপার সম্ভাবনার
তেজস্ক্রিয় মূল্যবান মৌলের মতো। ভারী
ও অস্থির, বিচ্ছুরণশীল, লক্ষ্যভেদী।

তখন প্রবল নির্ঝর যেমন, 'প্রাণঝরনার
উচ্ছল ধারা' অনিবার আকুল বয়ে চলা
অকূলের অভিসারে, অতৃপ্ত পিপাসায়

আর তারপরে, বিচ্ছুরিত কণিকার অর্ধআয়ু
ক্রমে কমে আসে, কমে আসে গতির উচ্ছ্বাস
তখন শান্ত স্থির সমাহিত, সীসার মতন।